OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 08
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 01 - 08
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণবিজয় : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার

ড. ঋতব্রত বসুমল্লিক
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটি, উত্তর চব্বিশ পরগণা
Email ID: basumallikritabrato@gmail.com
0009-0005-9718-169X

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Srimad-Bhagavatam, Sreekrishnabijaya, Anusari Sahitya, Biratva (Heroism), Krishna-leela (Vrindavan, Mathura, and Dwaraka), Nara-leela, Cultural Heritage, Anusari Sahitya.

Abstract
Maladhar Basu's Sreekrishnabijaya is a cornerstone of medieval Bengali literature, serving as a primary adaptation of the Sanskrit Srimad-Bhagavatam. Described as Anusari Sahitya (follower literature) rather than a literal translation, the work was composed during a period of significant socio-political turmoil following Turkish invasions. While the Srimad-Bhagavatam is a vast scripture of twelve cantos and eighteen thousand verses focusing on Krishna's divine play, Maladhar Basu selectively adapted the tenth and eleventh cantos into simple payar verse. A defining characteristic of Sreekrishnabijaya is its thematic shift; while the original text often emphasizes the sweetness (madhurya) and divinity of Krishna, Maladhar prioritizes his heroism (biratva), courage, and self-reliance. This focus was intended to inspire a society struggling with external threats and internal conflicts.

The poem covers Krishna's entire life cycle—encompassing the Vrindavan, Mathura, and Dwaraka leelas but the poet frequently modified the source material for narrative impact. For example, he condensed elaborate descriptions like the Nandotsava and intentionally omitted the emotional Gopi-Gita to maintain a focus on Krishna's power and leadership. Conversely, he introduced dramatic human elements, such as the infant Krishna falling into the Yamuna during Vasudeva's crossing, to highlight human struggle and parental anxiety, making the deity more relatable to the common person. Furthermore, Maladhar incorporated elements from other texts like the Harivamsa and Vishnu Purana to enhance Krishna's image as a protector. Significant episodes like the pursuit of Jarasandha were depicted with added vigor—showing Krishna and Balarama physically dragging the enemy— to instill a sense of self-strength and victory over external oppressors.

Sreekrishnabijaya stands as a unique synthesis of tradition and original adaptation. It demonstrates how ancient heritage can be refined and modified to meet contemporary socio-cultural needs. By presenting Krishna's life as the 'best of human play' (sarvottama nara-leela), Maladhar Basu

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 08
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

provided the Bengali people with a model of resilience and leadership, ensuring the survival of their cultural identity.

Discussion

পুরাণ-সাহিত্যের শিরোমণি 'শ্রীমদ্ভাগবত'। বিষয়-বৈচিত্র্যের নিরীখে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য বর্ণন-বিস্তারে দ্বাদশ স্কন্ধে বিভাজিত এবং আঠারো হাজার শ্লোক সমন্বিত এই গ্রন্থ মহাপুরাণ রূপে স্বীকৃত। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত এবং মূলতঃ এই স্কন্ধই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। একাদশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধের বিষয় জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব থেকে শুরু করে বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা, দ্বারকালীলা সহ বিস্তারিত কৃষ্ণলীলার বিশ্বস্ত উপস্থাপক এই ভাগবত। শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু আপামর ভারতবাসীর অন্তরে জন্মান্তরীয় সংস্কারের মাধ্যমে পূর্ণ ভগবত্তায় বিরাজিত তাই অনন্তশ্রীমণ্ডিত শ্রীভগবানের পুণ্য জীবনচরিত রূপে শ্রীমদ্ভাগবত প্রতিটি ভারতীয়ের মনোমন্দিরে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ সেই সাক্ষ্যই বহন করছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই গ্রন্থের অনুসারী রূপে মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' স্বীকৃত। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়। তিনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধকে অনুসরণ করে সরল পয়ারে কৃষ্ণকথাকে প্রচার করেছেন। এইবিষয়ে স্বয়ং কবির স্বীকারোক্তি –

"ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া।।
...
ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকীক কহিল লোক সুন মহাসুখে।।"[১]

কাজেই কবি সাধারণের জন্যই যে কাব্যরচনা করেছিলেন এই বক্তব্য থেকে তা পরিষ্কার। রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'ও ভাগবতের অনুবাদ। তবে সেখানে আক্ষরিকতা যেভাবে আছে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্যে তা নেই।

মধ্যযুগের এমন একসময়ে এই কাব্য রচিত হয়েছিল যে সময়ে বাংলার পরিস্থিতি সুস্থির ছিল না। তুর্কি আক্রমণের পর বাংলায় যে তথাকথিত অন্ধকার যুগ শুরু হয়েছিল তার কবল থেকে উদ্ধারের জন্যই সংস্কৃত সাহিত্য থেকে অনুবাদের ধারা শুরু হয়েছিল। নিজস্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারকে জনমানসে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করার মানসেই কৃত্তিবাসাদি কবিকুল রামায়ণাদি মহাকাব্যসমূহের অনুবাদকার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। এঁরা কেউই আক্ষরিক অর্থে অনুবাদ করেননি। ফলে এইসময়ের রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ প্রকৃতপক্ষে অনুসারী সাহিত্য হয়ে উঠেছে। মালাধর বসুও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যও ভাগবতানুসারী। তিনি ক্ষেত্রবিশেষে ভাগবতের নানা কাহিনীকে যেমন গ্রহণ করেছেন, অনেক কাহিনীকে তেমন বর্জন করেছেন। আবার প্রয়োজনবোধে ভাগবতের অনেক কাহিনীকে সংক্ষিপ্তও করেছেন। তাতে কাব্যের কাব্যত্বের কোন হানি ঘটেনি।

একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতীয় মানস ভক্তিতে যত আপ্লুত হয়, অন্য কোনকিছুতে ততখানি হয় না। ভক্তি তার সংস্কারসিদ্ধ মানসিকতা। বিশ্বাস যার অন্যতম বিশিষ্ট স্তম্ভ। এই বিশ্বাসের ভিতের উপরে দাঁড়িয়েই মধ্যযুগের অনুবাদক কবিরা পুরাতন ঐতিহ্যের নূতন ইমারত তৈরি করতে চেয়েছিলেন এবং তা করেও ছিলেন। তবে একথাও ঠিক যে, রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ যেমনভাবে সাধারণ্যে প্রচারিত হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণবিজয় সেইভাবে মান্যতা পায়নি। কৃষ্ণকথা, রামকথা ও কৌরব-পাণ্ডবদের কথার মতোই ছিল জনপ্রিয়! বরং বলা ভালো যে, এগুলির তুলনায় অধিকতর জনপ্রিয় ছিল। তবে এই জনপ্রিয়তা রাধাকৃষ্ণলীলারসনির্ভর ছিল– শক্তিমান কৃষ্ণ বা চক্রধারী কৃষ্ণ বাঙালীর কাছে সেইভাবে পূজিত হননি বা মান্যতা পাননি। মূরলীধারী কৃষ্ণ আপামর বাঙালীর প্রাণধন। কিন্তু যে সময়ে বসে মালাধর বসু এই কাব্য রচনা করেছেন সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য বর্ণনা অপেক্ষা বীরত্ব বর্ণনাই অধিকতর প্রয়োজনীয় ছিল। কৃষ্ণের সম্পূর্ণ জীবনকথাই কবি প্রকাশ করেছেন। তাই আলোচ্য কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা কথিত হয়েছে। রামায়ণ ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 08
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মহাভারতের অনুবাদকেরা রামচন্দ্রের এবং কৌরব-পাণ্ডবের সম্পূর্ণ জীবনকথা যেমন পরিবেশন করেছেন যুগচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে তেমনই মালাধরও শ্রীকৃষ্ণজীবনকথাকে ভাগবতের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। এই কাব্যের আদ্যভাগে কৃষ্ণজন্ম থেকে বৃন্দাবনলীলা হয়ে মথুরাগমনের আগে পর্যন্ত কাহিনী রয়েছে। মধ্যভাগে আছে মথুরালীলা অর্থাৎ কংসবধ থেকে দ্বারকাগমনের পূর্ব পর্যন্ত বর্ণনা আর অন্ত্যভাগে দ্বারকাগমন থেকে শ্রীকৃষ্ণের তনুত্যাগ পর্যন্ত কাহিনী বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিতের সম্পূর্ণ বর্ণনের পিছনে কবির উদ্দেশ্য খুব স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট। বহিঃশত্রুর আক্রমণে ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে বিধ্বস্ত বাঙালীজাতির সামনে আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই এখানে মুখ্য। কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের পুত্র ও রাজপরিবারের সদস্য। কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁর জন্ম থেকে শুরু করে লালনপালন কোনটাই রাজপরিবারে হয়নি। কারাগারে তাঁর আবির্ভাব এবং গোপগৃহে প্রতিপালন। আপন মাতুল কংসের ভাগিনেয় কৃষ্ণকে হত্যা করার বিভিন্ন পরিকল্পনা, কৃষ্ণের সেইসব পরিকল্পনা থেকে বুদ্ধিবলে, সাহসবলে, শক্তিবলে পরিত্রাণলাভ, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী মাতুল কংসকে জনসমক্ষে শাস্তি প্রদান, নিজ কৌশলে নিজস্ব দ্বারকাপুরী নির্মাণ, বহিঃশত্রুদের প্রতিহতকরণ ও সেই সঙ্গে স্বজন-বান্ধব-প্রজা – সকলকে রক্ষণ প্রকৃতপক্ষে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের ঘাতপ্রতিঘাতময় জীবনে আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে আপন অস্তিত্ব রক্ষার সামগ্রিক চিত্রটিকেই তুলে ধরে। সাধারণের কাছে তিনি ভগবান। কাজেই এটা লোকবিশ্বাস যে, ভগবানের তথা ঈশ্বরের কাছে অসাধ্য কিছুই নেই। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণ নররূপে লীলা করেছেন। ফলে মনুষ্যজীবনের যা কিছু ভোগ, যন্ত্রণা তা সবই তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে এবং এটাই যে তাঁর সর্বোত্তম লীলা সেইবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ –

> “কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
> নরবপু তাহার স্বরূপ।”[২]

হয়তো তিনি সাধারণের মতো অল্পেই বিচলিত হয়ে পড়েননি; আর এইটাই তাঁর শিক্ষা। যিনি আদর্শ হবেন তাঁর মধ্যে অনুসরণযোগ্যতা থাকতেই হবে, আর শ্রীকৃষ্ণের জীবনে সেই অনুসরণযোগ্যতা ছিল। সেই পুণ্য জীবনগাথাকেই মালাধর তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন এবং সেই ঐতিহ্যকে মান্যতা দিয়েই শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের পরিকল্পনা বলা চলে। আর উত্তরাধিকার তখনই সার্থক হয় যখন উত্তরাধিকারী তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদকে যথাযথ রক্ষণপূর্বক তার সঙ্গে নূতন সম্পদের যোজনা ঘটান। সেক্ষেত্রে পরিবর্জন, পরিশোধন এবং পরিমার্জন স্বাভাবিকভাবেই করণীয়। কারণ নূতনের স্থায়িত্বদানে পুরাতনের অভিযোজন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্যে এই বক্তব্যের প্রকাশ লক্ষণীয়। আচার্য সুকুমার সেনের মন্তব্য এইপ্রসঙ্গে স্মরণীয় –

> “শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের গোড়ার দিকে প্রধানত ভাগবত অনুসারেই কৃষ্ণলীলা আদ্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। শেষের দিকে মাঝে মাঝে হরিবংশ অনুসৃত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন যে তিনি পণ্ডিতের মুখে ভাগবত-পুরাণ শুনিয়া এবং ব্যাসের স্বপ্নাদেশ পাইয়া কাব্যকর্মে হাত দিয়াছেন। পণ্ডিতের মুখে শোনা শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ মধ্যে হরিবংশের ও বিষ্ণুপুরাণের বিবরণও কিছু শুনিয়া থাকিবেন। সেই জন্য গুণরাজের কথিত কাহিনী আদ্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে ভাগবতের অনুগামী নয়। খানিকটা ইঁহার স্বাধীন রচনা। যেখানে মূলকে অনুসরণ করিয়াছেন সেখানে তাঁহাকে বেশ সংক্ষেপে সারিতে হইয়াছে। সেই জন্যও শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে ভাগবতের অনুবাদ বলা সঙ্গত নয়, অনুসারী বলা উচিত। ভাগবত সহজ বই নয়, পণ্ডিত-রচিত এবং পণ্ডিত-বোধ্য। তাহাকে মালাধর বাঙ্গালা রূপ দিয়াছেন। সেই জন্য সংস্কৃতে যেসব বাঁধাধরা বর্ণনা ও উক্তি এবং অতিভাষণ ও বহুভাষণ আছে তাহা খাপ খাইবে না বলিয়া বাদ দিয়াছেন অথবা বদলাইয়াছেন।”[৩]

মালাধর মুখ্যতঃ ভাগবতকেই অনুসরণ করেছেন। তবে মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তিনি কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। তবে শ্রীমদ্ভাগবতের উপরেই কবি বেশী

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 08
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আস্থাবান ছিলেন। কবির ভাগবত-আনুগত্যের নিদর্শন যথা – শ্রীকৃষ্ণ বলদেব সঙ্গে কংসের রঙ্গালয়ে যখন প্রবেশ করছেন তখন সেখানে উপস্থিত বিভিন্ন জন তাঁকে নানারূপে দর্শন করেছিলেন। মল্লবীরগণ সাক্ষাৎ বজ্রসদৃশ রূপে, সাধারণ পুরবাসীগণ অদ্ভুত মনুষ্যরূপে, পুরনারীগণ সাক্ষাৎ মূর্তিমান কন্দর্পরূপে, গোপবালকবৃন্দ সখারূপে, অসৎ রাজগণ সাধারণ শিশুরূপে, কংস ভয়ানক মৃত্যুরূপে, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ এক বীভৎস বিরাট পুরুষ রূপে, যোগিগণ প্রসন্ন পরমাত্মারূপে, ভক্ত যাদবকুল তাঁকে ভক্তিরসসিক্ত পরদেবতারূপে অনুভব করলেন –

"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড় বিদূষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ"[৪]

প্রায় আক্ষরিক বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে লভ্য –

"মল্বগনে দেখে জেন বজ্রের সমান।
নৃপগনে দেখে জেন সুন্দর বর কাহ্ন।।
স্ত্রিগনে দেখে কৃষ্ণকে অভিন মদন।
নন্দ আদি গোপগনে দেখে তত্তজন।।
দুষ্ট কংসরাজ দেখে দুষ্ট জমকাল।
বষুদেব দৈবকী দেখে কোলের ছাওয়াল।।
প্রান লইতে মৃর্ত্যু আইসে দেখে কংসরায়।
জোগি সিদ্ধাগনে দেখে জোগ মহাকায়।।
জদুবংস ষুর্য্যবংস দেখি সেই ঠাঞী।
কুলের প্রদীপ মোর ষুন্দর কানাঞী।।"[৫]

অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থে। সেখানে রঘুনাথ এই বর্ণনায় লিখছেন –

"কেবল বজ্র-সম দেখিল মল্লগণ,
নৃগণে দেখে নরবর রে।
দেখিল নারীগণে মদন-মূর্তিমানে,
স্বজন গোয়ালা-সকল রে।।
নৃপতি-মণ্ডল দেখিল দণ্ডধর,
স্তন্যপ শিশু মাতা-পিতা রে।
দেখিল কংস যেন, কেবল যম-সম
বিরাট্-রূপ অগেয়াতা রে।।
পরম- তত্ত্বরূপে, যোগীন্দ্রগণ দেখে,
ইষ্টদেব দেখে বৃষ্ণিগণে রে।
রাম-হৃষীকেশে, রঙ্গে পরবেশে,
পণ্ডিত-রঘুনাথ গানে রে।।"[৬]

কাজেই একটি বিষয় পরিষ্কার যে, শ্রীকৃষ্ণের বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় ভাগবতের যেখানে রয়েছে কবিরা সেই অংশকে অনুরূপভাবেই উদ্ধৃত করেছেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 08
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আবার কাহিনীর পরিমার্জনে তথা সংযোজনে বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। যেমন - শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে বলা হয়েছে যে, বসুদেব সদ্যোজাত কৃষ্ণকে নিয়ে নন্দালয়ে যাওয়ার কালে এক শৃগাল তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং সেইপথে যমুনা পারকালে বসুদেবের হাত থেকে শিশু কৃষ্ণ যমুনায় পড়ে যান –

"সেই পথে বষুদেব কইল গমন।
লাফ দিঞা জলে কৃষ্ণ পড়িলা তখন।।
হাহাকার করি বষু কৃষ্ণ কৈল কোলে।
কৃষ্ণ কোলে করি তবে গোকুলেরে চলে।।"[৭]

এমন নাটকীয় বর্ণনা ভাগবতে নেই, এমনকী সেখানে গোকুল নামেরও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেখানে বলা হয়েছে –

> "যমভগিনী যমুনা নদী যেমন গভীর তেমনই প্রবলবেগে অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে ফেনিল জলে শত শত ভয়ানক আবর্তের সৃষ্টি করে উন্মত্তের মতো ছুটে চলেছিল। কিন্তু বসুদেব-ক্রোড়স্থ কৃষ্ণকে তিনি স্বতই পথ ছেড়ে দিলেন যেমন করে সীতাপতি রামচন্দ্রকে সমুদ্র নিজ বক্ষের উপরে পথ করে দিয়েছিলেন।"[৮]

কাজেই ভাগবতের বর্ণনাকে কবি নিজের কল্পনা সহায়ে ভিন্ন রূপ দিতে চেয়েছেন। কারণ সেই প্রবল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রজনীতে সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে উত্তাল যমুনা পার হওয়া যেকোন মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। তাছাড়া বসুদেবের অন্তরে নিশ্চিতভাবেই ভীতির উদ্রেক হয়েছিল। যতই হোক তিনি একজন মানুষ, এই ভয়ানক প্রতিকূল অবস্থায় সন্তানকে অন্যত্র রেখে আসার চিন্তায় তাঁর পিতৃহৃদয় আকূল হওয়াই স্বাভাবিক। একদিকে শিশুপুত্রের রক্ষণ আর অন্যদিকে নিজের খেয়াল রাখা – এই দুইয়ের দোলাচলে তাঁর বেসামাল হয়ে পড়ার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। আর তাঁর এই ক্ষণিকের অসাবধানতায় শিশু কৃষ্ণ জলে পড়ে গিয়েছিলেন। পরক্ষণেই কিন্তু বসুদেব সন্তানকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। শিশু কৃষ্ণ ভেসে যাননি। কৃষ্ণের এই জলে পড়ে যাওয়া, ভেসে না যাওয়া ও তাঁকে কোলে তুলে নেওয়া – তিনটি ঘটনাকে আশ্চর্য কৌশলে কবি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এতই ক্ষিপ্রতায় ঘটনাগুলি ঘটেছে যে, পাঠকও তিলমাত্র চিন্তা করার সুযোগ পাননা যে, এরপর কি হবে। এখানেই কবির কৃতিত্ব। এই নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করে তিনি অশান্ত, আকূল এক পিতৃহৃদয়ের সকরুণ চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

নন্দালয়ে পুত্রলাভকে কেন্দ্র করে নন্দোৎসবের বিস্তারিত বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে ভাগবতকার দশম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে আট থেকে পনেরো সংখ্যক মোট দশটি শ্লোকে এই বর্ণনা দিয়েছেন।[৯] আর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে মাত্র চারটি পয়ারে এই বর্ণনা রয়েছে –

"পুত্রোৎসব করে নন্দ হরসিত হঞা।
কুড়ি সহস্র ধেনু দিল ব্রাহ্মন আনিঞা।।
স্ত্রি পুত্রে সর্ব্বজনে মহোৎসব করী।
সকল সম্পন্ন হইল নন্দ ঘোস পুরী।।"[১০]

কারণ ভাগবতকার যে উদ্দেশ্যে নন্দোৎসবের বিবরণ দিয়েছিলেন সেই উদ্দেশ্য নিশ্চিতভাবেই মালাধরের ছিল না। তিনি এই সংক্ষিপ্ত কথনের মধ্যে দিয়ে পরিমিতিবোধের সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন।

আদি-মধ্য-অন্ত্য যুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর যে পরিকল্পনা শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনার পূর্বে কবি গ্রহণ করেছিলেন তার আদর্শ হিসাবে রেখেছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতকে, তবে সেটিকেই একমাত্র বলে সংস্কারাচ্ছন্ন হননি। তাই নানা জায়গায় ভাগবতের বিস্তৃত কথনকে তিনি সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছেন। যেখানে শ্রীকৃষ্ণের বীরত্ব, সাহসিকতা, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি অনুসরণীয় গুণাবলী পাওয়া গেছে সেগুলিকে কবি বিশেষ যত্ন সহকারে তুলে ধরেছেন। যুদ্ধের বিবরণ আলোচ্য কাব্যের একটি বিশেষ দিক। তবে রামায়ণ-মহাভারতের মতো ধর্মযুদ্ধ এবং যুদ্ধের শেষে ন্যায় প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব এখানে নেই।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 08
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের যুদ্ধের উপাখ্যানগুলিতে কৃষ্ণের বীরত্বই দেখান হয়েছে ও প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি জয়ী হয়েছেন। জরাসন্ধ তেইশ অক্ষৌহিনী করে সৈন্য নিয়ে মোট সতেরো বার মথুরা আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু প্রতিবারই কৃষ্ণের কাছে পরাস্ত হয়ে তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধবর্ণনার সঙ্গে মালাধরের যুদ্ধ বর্ণনার মিল আছে। ভাগবতকার জানিয়েছেন যে, জরাসন্ধের সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। তাঁর রথও ভগ্ন। জরাসন্ধের দেহে কেবল প্রাণটুকু অবশিষ্ট ছিল। সেইমুহূর্তে বলরাম সিংহবিক্রমে তাঁকে বন্দী করলেন –

"জগ্রাহ বিরথং রামো জরাসন্ধং মহাবলম্।
হতানীকাবশিষ্টাসুং সিংহঃ সিংহমিবৌজসা।।"[১১]

এই বিবরণ প্রায় অনুরূপ শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে। তবে সেখানে একটু ভিন্ন কথা কবি বলেছেন –

"রথ এড়ি পালায়ে জরাসন্ধ মহামতি।
দেখিঞা হাসিলা কৃষ্ণ রামের সংহতি।।
পালাইঞা জাএ রাজা মগধ নৃপতি।
রথে লামি ধাইলা কৃষ্ণ বলাই মহামতি।।
গলায় কাপড় দিঞা পাড়িল ভুমিতলে।
মস্তকে মারিতে ঘাও তুলিল মুসলে।।
হেনকালে অন্তরিক্ষে আকাসবানি হয়ে।
না মারিহ জরাসন্ধ তোমার বধ নহে।।"[১২]

ভাগবতকার নিঃসম্বল জরাসন্ধকে দেখিয়েছেন যার পালানোর ক্ষমতা পর্যন্ত ছিল না। কেবলমাত্র প্রাণটুকু ছিল অবশিষ্ট। আর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে কবি দেখিয়েছেন যে, পলায়নরত জরাসন্ধকে ধরার জন্য বলরাম-কৃষ্ণ রথ থেকে লাফিয়ে নেমে তার পশ্চাদ্ধাবন করেছেন এবং তার গলায় কাপড় দিয়ে টেনে এনে ভুলুণ্ঠিত করে দিয়েছেন। বলরাম তাকে হত্যা করতে যাওয়ার মুহূর্তে দৈববাণী হয় যে, জরাসন্ধ বলরামের বধ্য নয়। কবির এরূপ বিবরণ দেওয়ার মূলে ছিল সেকালের মানুষের অন্তরের নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করা। জরাসন্ধ বহিঃশত্রু। তার আক্রমণে পর্যুদস্ত না হয়ে বরং তাকে গলায় কাপড় বেঁধে টেনে নিয়ে আসার মধ্যে আত্মতৃপ্তির বোধ কবি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। বাংলার মানুষকে বহিঃশত্রুর হাতে বারংবার যেভাবে নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছে জরাসন্ধের বারবার মথুরা আক্রমণ তারই রূপক। আর জরাসন্ধের পিছু ধাওয়া করে তাকে টেনে নিয়ে এসে হত্যা করতে যাওয়ার মধ্যে সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা গোপন বাসনাকে কবি মানুষের মনে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছিলেন। এখানেই শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সার্থকতা।আবার অরিষ্টাসুর ও শঙ্খচূড় বধের কথা তিনি লিখেছেন অথচ শ্রীমদ্ভাগবতের 'গোপীগীত' অংশটিকে সযত্নে পরিহার করেছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধের একত্রিশ অধ্যায়ে ঊনিশটি শ্লোকে এই গোপীগীত রয়েছে। কিন্তু এই অংশকে মালাধর কৌশলে পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীর প্রতিই মনোনিবেশ করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কথিত 'বজ্রনাভ বধ' উপাখ্যান ভাগবতে অনুপস্থিত। এই কাহিনী পাওয়া যায় হরিবংশে। এই কাহিনীতে বর্ণিত রামায়ণ কথাকে মালাধর আপন কাব্যে তুলে ধরেছেন। আবার ভাগবতে বর্ণিত পারিজাত হরণের প্রসঙ্গটিকে তিনি বিস্তারিত করে তুলেছেন। বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে পারিজাত হরণের দীর্ঘ বিবরণ মেলে। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশের ত্রিশ অধ্যায়ে এক থেকে ঊনআশি সংখ্যক শ্লোকে এই বিবরণ আছে। মালাধরও এই প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে যে, পারিজাত হরণকালে কৃষ্ণ ও ইন্দ্রের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হলে ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই বজ্র ধারণ করে আপন সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ না করে 'থাক, থাক' – এই কথা বললেন –

"ক্ষিপ্তং বজ্রমথেন্দ্রেণ জগ্রাহ ভগবান্ হরিঃ।
ন মুমোচ তদা চক্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।"[১৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 08
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বলা হয়েছে –

"মুনি অস্ত্র বর্জ্র পুন কৈল স্মঙরন।
বর্জ্র বের্থ হইলে হএ মুনির লঙ্ঘন।।
এতেক ভাবিয়া তবে দেব নারায়ন।
এক পাখ এড়িল তবে বিনতানন্দন।।
সেই পাখে ঠেকে ইন্দ্রের বর্জ্র বের্থ হইল।
চক্র নএগ শ্রীকৃষ্ণ পাছু খেদা দিল।।"[১৪]

কাজেই এখানে মালাধর একটু ভিন্নতর কথা বলেছেন। গরুড়ের পাখায় লেগে বজ্র বিনষ্ট হয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ হাতে চক্র নিয়ে ইন্দ্রকে 'পাছু খেদা দিল'। কৃষ্ণের বাহন গরুড়েরও এতখানি ক্ষমতা যে, সে বজ্রের মতো অব্যর্থ অস্ত্রকেও ব্যর্থ করে দিতে পারে। অর্থাৎ, আদর্শ এবং লক্ষ্যে স্থির থাকলে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা সম্ভব।

কাজেই এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে যে, শ্রীকৃষ্ণবিজয় শ্রীমদ্ভাগবতের কেবল অনুসারী কাব্য নয়; তার ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারকে ধারণ করেও আপন মৌলিকতাকে সে ধারণ করে রেখেছে। একথা সত্য যে, রামায়ণ ও মহাভারতের মতো জনপ্রিয়তা এই কাব্য পায়নি, তবে এই কাব্যের নিজস্বতা অনস্বীকার্য। ঐতিহ্য এবং উত্তারাধিকারকে ধারণ করেও কিভাবে নিজের নিজত্বকে তুলে ধরতে হয় – শ্রীকৃষ্ণবিজয় তার যথার্থ অভিজ্ঞান।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও সুমঙ্গল রাণা (সম্পাদিত), শ্রীকৃষ্ণবিজয় - মালাধর বসু, কলিকাতা, রত্নাবলী, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১৬১
২. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), চৈতন্যচরিতামৃত - কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মধ্য/ ২১ - বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৯৭, পৃ. ২৩৫
৩. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৬ষ্ঠ সং, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০১, পৃ. ১১৫
৪. বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৪৩/১৭, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ২০০৭, পৃ. ১৩৮৭
৫. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও সুমঙ্গল রাণা (সম্পাদিত), শ্রীকৃষ্ণবিজয় - মালাধর বসু, কলিকাতা, রত্নাবলী, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ২৪৪ - ২৪৫
৬. মহারাজ, রঘুনাথ শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক (সম্পাদিত), শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী, কলিকাতা, বাগবাজার, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২০০১, পৃ. ৩১৯
৭. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও সুমঙ্গল রাণা (সম্পাদিত), শ্রীকৃষ্ণবিজয় - মালাধর বসু, কলিকাতা, রত্নাবলী, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১৭৩ - ১৭৪
৮. বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৩/৫০, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ২০০৭, পৃ. ১০৯৪
৯. "নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ ... সূতমাগধবন্দিভ্যো যেহন্যে বিদ্যোপজীবিনঃ।।" ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৫/৮-১৫ – কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ২০০৭, পৃ. ১১০৩ - ১১০৪
১০. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও সুমঙ্গল রাণা (সম্পাদিত), শ্রীকৃষ্ণবিজয় - মালাধর বসু, পূর্বোক্ত সং, পৃ. ১৭৬
১১. বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৫০/৩১, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ২০০৭, পৃ. ১৪৪৫
১২. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও সুমঙ্গল রাণা (সম্পাদিত), শ্রীকৃষ্ণবিজয় - মালাধর বসু, পূর্বোক্ত সং, পৃ. ২৫৯
১৩. তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পাদিত), বিষ্ণুপুরাণ - কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, কলিকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯০, পৃ. ৪৩৮
১৪. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও সুমঙ্গল রাণা (সম্পাদিত), শ্রীকৃষ্ণবিজয় - মালাধর বসু, পূর্বোক্ত সং, পৃ. ৩১৫

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 01
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 01 - 08
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Bibliography:

কবিরাজকৃষ্ণদাস, চৈতন্যচরিতামৃত, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৯৭

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯০

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ২০০৭

চট্টোপাধ্যায় রবিরঞ্জন, কৃষ্ণকথায় মালাধর ও মাধব, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৯

বসু মালাধর, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও সুমঙ্গল রাণা সম্পাদিত, কলিকাতা, রত্নাবলী, জানুয়ারি ২০০৩

ভাগতাচার্য রঘুনাথ, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজ সম্পাদিত, কলিকাতা, বাগবাজার, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২০০১

সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৬ষ্ঠ সং, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০১